উপমা

উপমা কথার সাধারণ অর্থ তুলনা। আমরা কত সময়েই তাদের বিষয়কে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য পরিচিত কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে থাকি। যেমন—একজন মানুষের কালো ব্যক্তির গায়ের রঙের পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, 'লোকটির গায়ের রঙ কয়লার মত কালো।' এখানে বোঝা গেল লোকটির রঙ খুবই কালো; কারণ কয়লার কালো রঙ আমাদের কাছে পরিচিত। সুতরাং কয়লার মত কালো গায়ের রঙ বলতে এমন কালো বোঝায় যে, তার থেকে আর অধিক কালো হতে পারে না। আবার কোনো মেয়ে ধীর ধীর মন্থর পদক্ষেপে চলে; আমরা তার চলন কে বলে থাকি 'হাতির মত চলন।' অর্থাৎ ধীর আস্তে চলার একটা চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। তবে নারীর ধীর পদক্ষেপে চলাকে যখন বলা হল 'হাতির মত চলন' তখন হয়তো নিন্দা করেই বলি; কিন্তু যখন বলি—

'গজেন্দ্র গামিনী ধনী চলে অভিসারে। —পদ্য

এখানে নারীর মন্থর চলন তার দেহের ভূষণ হয়েছে। আর সেটা হাতির মত দুলে দুলে চলার বিশেষণে বিভূষিত হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এই যে হাতির চলার সঙ্গে নারীর চলার তুলনা করে বোঝানো হোল, একেই অলঙ্কার শাস্ত্রে উপমা বলে।

কোনো বাক্যে স্বভাবধর্মে ভিন্ন জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বিশেষ রূপ, সংজ্ঞা অবস্থা, প্রকৃতি বা ক্রিয়ার সাদৃশ্য কল্পনা করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করলে যে অলঙ্কার হয়, তাকে বলে উপমা।

Scanned with CamScanner

সহজ করে বলা যায়, সাধারণ-ধর্ম বিশিষ্ট দুটি বিজাতীয় বস্তুর তুলনা করলেই উপমা অলঙ্কার হয়। যেমন—

মেঘের মত কালো তাহার চুল।

মেঘ আর চুল ভিন্ন জাতীয় বস্তু। কিন্তু একই বাক্যে এরা একটি বিশেষ ধর্মে তুলনীয় হয়েছে। তা হোল 'কালো' রঙ। চুলের কালো রঙের বর্ণনা দিতে গিয়ে মেঘের কালো রঙের সঙ্গে তুলনা করে, বক্তব্যকে স্পষ্টতর করা হয়েছে। তাই এখানে উপমা। চুল উপমেয়, মেঘ উপমান, কালো সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ মত।

তুলনাবাচক শব্দের ব্যবহার

কিছু উদাহরণের সাহায্যে তুলনাবাচক শব্দের ব্যবহার কিভাবে হয়, বোঝানোর চেষ্টা করছি—

মত বা মতো : (ক) এও যে রক্তের মতো রাঙা
দুটি জবা ফুল। —রবীন্দ্রনাথ

(খ) মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।
—জীবনানন্দ দাশ

(গ) মহুয়া নেশার মতো নামুক মায়াবী ছায়া দূরে।
—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

(ঘ) শ্যাওলা গন্ধ ছায়ায় ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো। —প্রেমেন্দ্র মিত্র

সম : (ক) পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্রসম মুদিত আঁখি। —রবীন্দ্রনাথ

(খ) কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি। —গোবিন্দ দাস

যেমতি : (ক) আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে। —চণ্ডীদাস

(খ) পদ্ম অম্বুকাশে
কুঞ্জিত অধরে বিন্দু, শিশির যেমতি
শির শিরকেশরে। —মাইকেল

যেমন : (ক) আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর (কথার) উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখ-দুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূরে দিয়ে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমার প্রকার ভেদ :

উপমা সাধারণত চার প্রকার—১। পূর্ণোপমা, ২। লুপ্তোপমা, ৩। মালোপমা, ৪। স্মরণোপমা।

পূর্ণোপমা

যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই উল্লিখিত হয় তাকে পূর্ণোপমা বলে।

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে
শুভ্রদল শেফালীর মত। —অজিত দত্ত

উদাহরণটিতে তারাগুলি উপমেয়; তারা কোটাকে শুভ্রদল শেফালীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই শেফালী উপমান; শুভ্রদল সাধারণ ধর্ম; তারার আলোও শুভ্র; শেফালীর পাপড়িও শুভ্র। মত তুলনাবাচক শব্দ।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মত। —রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উপমেয়=রৌদ্র; উপমান=ঝিঁঝির পাখা; সাধারণ ধর্ম=কাঁপা; তুলনাবাচক শব্দ=মত।

আরও একটি উদাহরণ

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশ্মি সম। —রবীন্দ্রনাথ

ছুরি=উপমেয়; প্রভাত রশ্মি=উপমান; তীক্ষ্ণদীপ্ত=সাধারণ ধর্ম; সম=তুলনাবাচক শব্দ।

উপরের উদাহরণগুলিতে উপমা অলঙ্কারের চারটি অঙ্গই উল্লিখিত রয়েছে। উপমা অলঙ্কারই বাঙলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী।

উদাহরণ :

(ক) রাজা তব স্বপ্ন সম গেছে টুটে। —রবীন্দ্রনাথ

রাজা=উপমেয়; স্বপ্ন=উপমান; সম=তুলনাবাচক শব্দ; গেছে টুটে=সাধারণ ধর্ম (স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী, জেগে উঠলেই ছুটে যায়)।

Scanned with CamScanner

লুপ্তোপমা

উপমা অলংকারে উপমার চারটি অঙ্গের যে কোনো একটি, দুটি, এমন কি কখনো কখনো তিনটিরই উল্লেখ না থাকলে লুপ্তোপমা হয়।

'চাঁদের মতো মুখ।'

উপমেয়=মুখ, উপমান=চাঁদ, তুলনাবাচক শব্দ='মতো', কিন্তু চাঁদের সঙ্গে মুখের তুলনা করা হচ্ছে যে সাধারণ ধর্মের জন্য, সেই 'সুন্দর বা নিষ্কলংক' এখানে লুপ্ত। তাই অলংকার লুপ্তোপমা।

লুপ্তোপমায় কখনো সাধারণ ধর্ম, কখনো উপমান, কখনো তুলনাবাচক শব্দ, কখনো বা এই তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকে। কখনো কখনো উপমার মূল অঙ্গ উপমেয়কেও লুপ্ত থাকতে দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

যেমন ঃ

বিস্মিত সাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে তীরে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমান=প্রথম উষা, তুলনাবাচক শব্দ=মতো, সাধারণ ধর্ম=তীরে, উপমেয় 'ললনা' উল্লিখিত হয় নি।

তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ

(ক) বাঁকিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল
তোমার প্রাসাদ সৌধ। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়=প্রাসাদ সৌধ, উপমান=তুষার, সাধারণধর্ম=ধবল, তুলনাবাচক শব্দ 'সম বা মতো' এখানে উল্লিখিত হয় নি।

(খ) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপমেয়=শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ; উপমান=বন্যেরা বনে, সাধারণ ধর্ম=সুন্দর।
'যেমন' তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(গ) বকুল বাগান নির্জন
দু'টির তোমার দেখছে,
সজনী মম চাঁদ, মন,
চাঁদের কিরণ আলো হয়েছে। —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উপমেয়=মন ; উপমান=সজনী ; সাধারণ ধর্ম=মধুর।
তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(ঘ) কমল ফুল বিমল শেজখানি। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়=কমল ফুল ; উপমান=শেজখানি ;
সাধারণ ধর্ম=বিমল ; তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(ঙ) শালপ্রাংশু, মহাভুজ রথী। —কালিদাস রায়

উপমেয়=শাল ; উপমান=মহাভুজ রথী।
সাধারণ ধর্ম=প্রাংশু (দীর্ঘ) ; তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(চ) অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(মসীকৃষ্ণ প্রায়) ;

উপমেয়=বারিধি, উপমান=মসীকৃষ্ণ, সাধারণ ধর্ম=অগাধ ; 'প্রায়' তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(ছ) হাড় হিম রাত ফুরাতে চায় না, কেবলই বাড়ে। —রবীন্দ্রনাথ দত্ত

উপমেয়=রাত ; উপমান=হাড় ; সাধারণ ধর্ম=হিম ; তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত।

(জ) মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক নির্মল স্বচ্ছ। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়=নীল সরোবর ; উপমান=স্ফটিক ;

সাধারণ ধর্ম = নির্মল ; তুলনাবাচক শব্দের উল্লেখ নেই।

(ঝ) শিশির শীতল কপোলে পড়েছে বিচূর্ণ কুন্তল। —অচিন্ত্যকুমার

উপমেয় = কপোল ; উপমান = শিশির ; সাধারণ ধর্ম = শীতল।

তুলনাবাচক শব্দ 'মত' লুপ্ত।

সাধারণ ধর্ম লুপ্ত :

উপমেয়, উপমান এবং তুলনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে ; সাধারণ ধর্মের কোনো উল্লেখ থাকে না। এ ধরনের উপমা বাঙলা সাহিত্যে অসংখ্য।

(ক) কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি। —গোবিন্দ দাস

উপমেয় = পদতল ; উপমান = কমল ;

তুলনাবাচক শব্দ = সম ; সাধারণ ধর্ম 'কোমল বা নরম' লুপ্ত।

(খ) স্তম্ভসম তরুর চূড়ে চূড়ে। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

স্তম্ভসম 'উচ্চচূড়া'। সাধারণ ধর্ম উচ্চ লুপ্ত।

(গ) কক্ষের সংযত সজ্জা, হেমন্তের পক্বপত্র সম। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হেমন্তের স্বর্ণবর্ণ পক্বপত্র। সাধারণ ধর্ম = 'স্বর্ণবর্ণ' লুপ্ত।

(ঘ) আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কাস্তের মতো 'বাঁকা' চাঁদ। সাধারণ ধর্ম 'বাঁকা' লুপ্ত।

(ঙ) শুধু জেনো এই প্রিয় হাড়
বজ্রের সমতুল। —তুষার রায়

বজ্রের সমতুল কঠিন হাড়। সাধারণ ধর্ম 'কঠিন' লুপ্ত।

(চ) পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের 'বনলতা সেন।' —জীবনানন্দ দাশ

পাখীর নীড়ের মতো 'উৎকণ্ঠিত' চোখ। সাধারণ ধর্ম 'উৎকণ্ঠিত' লুপ্ত।

(ছ) আমি শিব পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলাম। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শিবের মত গুণী স্বামী। সাধারণ ধর্ম 'গুণী' লুপ্ত।

(জ) বিজলীর ঝলাসম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী। —মধুসূদন দত্ত

বিজলীর ঝলাসম ঝলমলে রত্নরাজী। সাধারণ ধর্ম 'ঝলমলে' লুপ্ত।

(উদাহরণের শেষ চরণে আরেকটি অলংকার আছে। তূণে শর যেন মণিময় ফণীতে উৎপ্রেক্ষা।)

(ঝ) তারপর ঐ কুনকী জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁতলা —মেঘের মত তার রঙ, আর পাহাড়ের মত তার ধড়। —প্রমথ চৌধুরী

মেঘের মত কালো তার রঙ ; সাধারণ ধর্ম 'কালো' লুপ্ত।

আবার পাহাড়ের মত বিশাল তার ধড়। সাধারণ ধর্ম 'বিশাল' লুপ্ত।

Scanned with CamScanner

উপমান লুপ্ত

উপমা, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ উল্লিখিত থেকে, উপমানকে লুকিয়ে লুপ্তোপমা বাঙলা সাহিত্যে খুব একটা বেশী দেখা যায় না। একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

কার মত সুন্দর তুমি অজানা আমার। —প.মা

এখানে উপমেয় = তুমি ; তুলনাবাচক শব্দ = মত ; সাধারণ ধর্ম = সুন্দর। উপমান প্রশ্নের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে।

তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত

(ক) দেখেছিলাম ময়না পাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় = চোখ ; উপমান—হরিণ চোখ ; সাধারণ ধর্ম = কালো।
'হরিণের চোখের মতো কালো চোখ।' তুলনাবাচক শব্দ = মত লুপ্ত।

Scanned with CamScanner

উপমেয় লুপ্ত

উপমের অনেক সময় লুপ্ত থাকে। উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ উল্লিখিত হয়েই অলঙ্কার সৃষ্টি করে।

(ক) চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে;
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমান=চাতক; তুলনাবাচক শব্দ=মতো; সাধারণ ধর্ম=তৃষিত আকুল। কিন্তু উপমের 'তিনি' লুপ্ত।

(খ) বিস্মৃতি সাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমান=প্রথম উষা; তুলনাবাচক শব্দ=মতো; সাধারণ ধর্ম=ধীরে। উপমের 'অহল্যা' উল্লিখিত হয় নি।

সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত

অনেক সময় উপমের এবং উপমান উল্লিখিত থাকে। সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত থাকে।

(ক) তিলেক না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি। —চণ্ডীদাস

চাঁদ-বদন অর্থ চাঁদের মতো নিষ্কলঙ্ক বদন। ফলে অলঙ্কার উপমা। রূপক নয়। রূপক হলে হওয়া উচিৎ ছিল বদনচন্দ্র বা মুখচন্দ্র। রূপকে সব সময় উপমান উত্তর পদ রূপে বসে। যেমন—দুঃখানল; মুখচন্দ্র, বিষাদসাগর ইত্যাদি।

এখানে উপমের=বদন; উপমান=চাঁদ।
তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

(খ) দুগ্ধ ফেন-শয়ন করি আলো
স্বপ্ন দেখে ঘুমোয়ে রাজবালা। —রবীন্দ্রনাথ

দুগ্ধফেন তুল্য শুভ্র কোমল শয়ন (শয্যা)।
তুলনাবাচক শব্দ 'তুল্য' এবং সাধারণ ধর্ম 'শুভ্র কোমল' লুপ্ত।

(গ) নীরদ নয়নে নীর ঘর সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব। —গোবিন্দ দাস

উপমের=নয়ন; উপমান=নীরদ।
নীরদ-নয়ন—অর্থ মেঘের মত জল ভরা চোখ।
তুলনাবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

Scanned with CamScanner

মালোপমা

একটি উপমেয়কে তুলনায় স্পষ্টতর করে তোলার জন্য যদি অনেকগুলি উপমানের উল্লেখ করা হয়, তাহলে তাকে মালোপমা অলংকার বলে। এক উপমেয়কে একাধিক উপমান মালার মত ঘিরে মালোপমা সৃষ্টি করে।

উদাহরণ :

(ক) সিংহ পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্র রমা উপেন্দ্র রমণী ;
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে। —মধুসূদন

উপমেয় বীর্য্যবতী সতী ; তার তুলনা করা হয়েছে উপমান মহিষমর্দিনী, শচী এবং রমার সঙ্গে। সুতরাং একটি মাত্র উপমেয়ের তিনটি উপমান থাকায় মালোপমা অলংকার হয়েছে।

(খ) মেহগনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রহ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় গ্রহকে উপমান মধু আর যূথী মালার মতো ঘিরে আছে।

(গ) উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলি সম তৃণ সম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়=নিষ্ফল সঞ্চয়, উপমান=ধূলি ও তৃণ।

(ঘ) মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে। —মধুসূদন

উপমেয়=দেবী (সীতা) ; উপমান=সূর্যকান্ত মণি ও রমা। একটি উপমেয়ের দুটি উপমানের মালা হয়েছে।

(ঙ) সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুটিত ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয়=সুখ ; উপমান=ফুল আর হাসি।

Scanned with CamScanner

স্মরণোপমা

কোনো বস্তুকে দেখে বা স্পর্শ করে যদি তার সমধর্মের কোনো বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তবে স্মরণোপমা অলঙ্কার হয়।

কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ।
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি। —চণ্ডীদাস

কালো জল ঢালতে গিয়ে কালো বরণ কৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার মনে পড়ে যায়। আবার কালোকে (কৃষ্ণকে) সব সময়ে শয়নে স্বপনে দেখেন। তাই কৃষ্ণকে মনে পড়ে যাওয়ার ভয়েই তিনি কালো কেশ এলিয়ে প্রসাধন করেন না; কালো অঞ্জন নয়নেও পরেন না। কালো জল, কালো কেশ এবং কালো অঞ্জনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 'কালো' সাধারণ ধর্মের সাদৃশ্যবশতঃ শ্রীরাধিকার মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাই এখানে সার্থক স্মরণোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

চাঁদ দেখে বার বার শুধু মনে হয়
মার কোলে ছোট শিশু হাসি খুশি ময়। —বুদ্ধদেব বসু

চাঁদ দেখে মায়ের কোলের ছোট শিশুর হাসিমাখা মুখ মনে পড়ে যায়। এখানে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ না থাকলেও চাঁদের সঙ্গে শিশুর হাসিমাখা মুখের সাদৃশ্যবশতঃ মনে পড়ার মধ্যে স্মরণোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

শুধু স্মৃতিচারণে স্মরণোপমা হয় না। যেমন:

বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন।

—রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা

বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা এবং প্রতিবস্তূপমা এক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। আমরা প্রতিবস্তুপমা বিষয়ে আলোচনার সময় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করবো।

উপমেয় এবং উপমানের সাধারণ ধর্ম এক হলেও যদি তা ভিন্ন ভিন্ন ভাষারূপের দ্বারা সাজা প্রকাশ করা হয়, তবে সাধারণ ধর্মের এই ভিন্ন ভাষারূপকে বলা হয় বস্তু-প্রতিবস্তু। এখানে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্মের অর্থগত ভাবের দ্বারাই উপমা সৃষ্টি হয়। এই উপমাকে বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা বলা হয়। এই ভাবের উপমাতে তুলনাবাচক শব্দ বর্তমান থাকে।

উদাহরণ ঃ

দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে হেন নীলসরো মাঝে। —চণ্ডীদাস

উপমেয় = নখের ঘা (নখরাঘাত) ; উপমান = রক্তোৎপল।

উভয়ের সাধারণ ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে 'বিরাজে এবং ভাসে' শব্দের দ্বারা · কিন্তু সাধারণ ধর্মের অর্থগত ভাব অবস্থান করা। ফলে বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা হয়েছে। তুলনাবাচক শব্দ = হেন।

Scanned with CamScanner

বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা

উপমেয় এবং উপমান বস্তুরূপের দিক থেকে যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় এবং তাদের ধর্ম ভিন্ন হলেও একটা সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনায় যদি সূক্ষ্মতর সাদৃশ্য ধরা পড়ে, তবে ঐ ধর্ম দুটিকে বলা হয় বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম। এরূপ প্রকাশ যে অলংকারে ধরা পড়ে, তাকে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা। এ অলংকারেও তুলনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকতেই হবে।

উদাহরণ ঃ

(ক) কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে। —চণ্ডীদাস

উপমেয়=কানুর পিরীতি; উপমান=শঙ্খবণিকের করাত।

তুলনাবাচক শব্দ=যেমতি। উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম=বলিতে বলিতে পাঁজর ফাটিয়া উঠে; উপমানের সাধারণ ধর্ম=আসিতে যাইতে কাটে। উভয়ের অর্থগত ভাব সকল অবস্থাতেই দুঃখদায়ক। অর্থভাবে সূক্ষ্মতর সাদৃশ্য ধরা পড়েছে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের উপমা হয়েছে।

(খ) তুঁহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে।। —জ্ঞানদাস

তোমার মধুর গুণ কত করে প্রশংসা করলাম কিন্তু সবই হিতে বিপরীত হোল। যেমন চন্দ্রকিরণ কমলিনীকে হিম কিরণ বর্ষণ করে; কিন্তু তা সে প্রাণে সহ্য করতে পারে না। উপমেয় গুণকীর্তন করার সঙ্গে উপমান চন্দ্রকিরণের হিম কিরণ বর্ষণ করার সাদৃশ্য কল্পনায় বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা হয়েছে।

(গ) বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে। —মধুসূদন

দুঃখিত মানুষ অপরের কাছে দুঃখের কথা বলে, যেমন প্লাবনের প্রবাহ দুইতীরে বারি রাশি প্লাবিত করে। অর্থাৎ আপন দুঃখে অন্যকে সঙ্গী করার ভাবটিকে সূক্ষ্ম সাদৃশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। উপমেয়=দুঃখিত মন; উপমান=প্লাবন পীড়নে কাতর প্রবাহ। তুলনাবাচক শব্দ=তেমতি।

Scanned with CamScanner